তারিখ 28 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কালের কণ্ঠ

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে বিপথগামীদের রক্ষার তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিপথগামী কিশোর-তরুণদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করা ও ইসলাম ধর্মকে রক্ষার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, আলেম-ওলামা ও ইমাম-মুয়াজ্জিনরা সমাজের নেতা হিসেবে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আলেমদের ভূমিকা' শীর্ষক সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবেশে এই প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত এক হাজার ৩০০ ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপথগামিতা থেকে রক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ, নজরদারি বৃদ্ধি, কেউ বিপথগামী হলে তাকে পুলিশে হস্তান্তর, শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও মেধা বিকাশের চর্চা বাড়ানো, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উন্নয়ন, ক্লাসে উপস্থিতি মনিটরিং, অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক প্রতিরোধ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ। বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আক্তারুজ্জামান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম ছায়েফউল্যা, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মোমতাজী, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মাওলানা হুমাস উদ্দিন প্রমুখ।

সমাবেশে আলোচকরা বলেন, আগে মাদ্রাসার সঙ্গে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক খোঁজা হতো। এখন প্রমাণ হয়েছে, মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ নেই। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। সতর্ক থাকতে হবে, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'দেশের দুর্নাম ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে নতুন সংকট তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আজ বিপদের সম্মুখীন। ইসলামের নামে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে মায়া-মমতা দিয়ে তাদের রক্ষা করতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ জুমার খুতবা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওয়াজ-নসিহত ও বক্তৃতার মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সামাজিক আন্দোলনের আহ্বান জানান।

সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিচালনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে জঙ্গি তৎপরতা রোধে নজরদারি জোরদার করতে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।